ক্যাম্পাস ছেড়েছেন কুয়েট উপাচার্য, শিক্ষকদের আন্দোলন চলছেই

খুলনা অফিস

২০ মে, ২০২৫ ১৭:৩৬

শেয়ার

অ +

অ -

ফাইল ছবি

গতকাল সোমবার ক্যাম্পাস ত্যাগ করা খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. হযরত আলী এখনো ফেরেননি। এদিকে, কুয়েট শিক্ষক সমিতির পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আজ সকাল সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষকরা।

এর আগে, কয়েকজন শিক্ষক নেতা উপাচার্যের দপ্তরে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। অবস্থান কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. মো. ফারুক হোসেন ও সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. সাহিদুল ইসলাম।

তারা বলেন, ‘আগামীকাল (বুধবার) দুপুর ১টার মধ্যে কুয়েটের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত না হলে সাধারণ সভা করে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।’

এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষক সমিতির নেতারা বলেন, ‘যেহেতু কুয়েটের বর্তমান প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ, সেহেতু প্রয়োজন হলে এক দফার কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হবে শিক্ষক সমিতি।’ তবে সেটি বুধবারের সাধারণ সভার পর সিদ্ধান্ত হবে বলেও সমিতির সভাপতি জানান।

অন্যদিকে, প্রায় তিন মাস হতে চললেও কুয়েটের অচলাবস্থার অবসান না হয়ে বরং ক্রমেই জটিলতার দিকে যাচ্ছে বলেও জানান সংশ্লিষ্টরা।

তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ৩৭ শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়ার পর অনেকটা থমকে গেছে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন।

তিন দফায় শিক্ষকদের কাছে খোলা চিঠি দিয়ে ক্ষমা চাওয়ার পরও শিক্ষার্থীদের শাস্তি মওকুফের কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। শিক্ষক সমিতি ক্লাস বর্জন কর্মসূচিতে অটল থাকায় কুয়েট ক্রমেই অচলাবস্থার দিকে যাচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য সোমবার সকালে কাউকে না বলেই ঢাকায় চলে যান।

এমনকি তিনি একজন সিনিয়র ডিনকে মোবাইলে বিষয়টি জানালেও অফিসিয়ালি কাউকে দায়িত্ব দিয়েও যাননি। সে কারণে কুয়েট এখন এক প্রকার অভিভাবকহীন।

এর আগে, ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গত ২৫ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কুয়েটের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাছুদ ও উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. শরীফুল ইসলামকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এরপর পাঁচ দিন অভিভাবকশূন্য থাকে কুয়েট। পরে ১ মে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. হযরত আলীকে কুয়েটের অন্তর্বর্তীকালীন ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

কিন্তু তিনি ২ মে খুলনা এসেও পূর্বঘোষিত ৪ মে থেকে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করতে পারেননি। কেননা তখন শিক্ষক লাঞ্ছিতের প্রতিবাদে শিক্ষকরা ৫ দফা দাবি নিয়ে ক্লাস বর্জন শুরু করেন। পরে শিক্ষক সমিতি ৫ মে সাধারণ সভা ডেকে সাত কর্মদিবসের আলটিমেটাম দিয়ে শিক্ষক লাঞ্ছিতের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান। যা শেষ হয় ১৫ মে।

এরইমধ্যে গত ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারিসহ এ পর্যন্ত সৃষ্ট ঘটনার সঙ্গে জড়িত, বিশেষ করে শিক্ষক লাঞ্ছনার সঙ্গে যে ৩৭ জন শিক্ষার্থীর জড়িতের অভিযোগ উঠেছে তাদের কারণ দর্শানো নোটিশ দেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গত ১২ মে তাদেরকে শোকজ করে ১৫ মে বিকেল ৫টার মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীরা জবাব না দিয়ে তৃতীয় দফায় খোলা চিঠি দিয়ে শিক্ষকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

এভাবেই শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের দূরত্ব থেকেই যায়। একপর্যায়ে শিক্ষক আন্দোলনের মধ্যেই সোমবার সকালে খুলনা ত্যাগ করেন অন্তর্বর্তী উপাচার্য।